প্রথমে পুরানো পড়াগুলো আবার পড়ে ঝালিয়ে নিয়ে তারপর নতুন পড়া শুরু করতেন। দুপুরে স্কুলে যেতেন। এইভাবে নিয়মিত পড়ার ফলে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবাক করে তিনি দু'বছরের সামান্য বেশি সময়ের মধ্যে সাধারণ ছাত্রের ছয় বছরের পড়া শেষ করে ফেললেন।

শিশু-বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হয়ে যেতে গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে তখনই কোনো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি না করে নিজের ছেলের শিক্ষার ভার নিলেন। একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং নিজে প্রতি বিষয়ে খুঁটিনাটি তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন।

এইভাবে যখন তাঁর লেখাপড়া এগিয়ে চলেছে, সেই সময় তাঁর একটি রোগ দেখা দিল। যার নাম বুক ধড়ফড়ানি রোগ। সামান্য পরিশ্রমের কাজ করতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে। গঙ্গাপ্রসাদ নিজে ডাক্তার। কিন্তু ছেলের চিকিৎসার ভার নিজে না নিয়ে মেডিকেল কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস-এর কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। আশুতোষের পড়াশুনা বন্ধ হল। এইভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পরেও অসুখের কোনো উপশম হয় না। গঙ্গাপ্রসাদ ছেলের জন্য চিন্তিত হলেন। বায়ুপরিবর্তনে উপকার হবে ভেবে পূজার পরে আশুতোষকে তাঁর মা ও ছোটো বোনের সঙ্গে মথুরায় পাঠিয়ে দিলেন।

মথুরায় তিন মাস থাকার পরেই আশুতোষের স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়। শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট হয়। অসুখের সময় তাঁকে যারা দেখেছিলেন, তাঁরা আশুতোষকে হঠাৎ দেখে চিনতে পারেন না। পাছে তিনি আরও মোটা হয়ে যান, এই ভয়ে তিনি ফিরে এসে রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করতে শুরু করেন।

পড়ুয়াদের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্ব...
ওঁর অবদান কী, তাঁকে বাংলার বাঘ কেন বলা...

অল্পকথায়/যিনি লিখেছেন: আশুতোষের ছাত্রজীবন ...
কাছ থেকে তথ্য জেনে নিয়ে ১৯০৮ সালে বইটি লে...
এর দীর্ঘদিন পর উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পা...
প্রকাশিত হয়। উপরের লেখাটি এই বইয়ের নির্ব...

চক্রবেড়িয়া — দক্ষিণ কলকাতার একটি অঞ্চ...
শিশু বিদ্যালয় — যে বিদ্যালয়ে শিশুরা পড়ে...
যাত্রা — দৃশ্যপটহীন মঞ্চে নাটক অভিনয়
তত্ত্বাবধান — দেখাশুনো
দালান — ইটের তৈরি পাকা বাড়ি
পূজার দালান — যে দালানে পুজো হ...
যাত্রাগান — যাত্রায় যে গান হয়
পালা — দেবদেবীর মহিমা বর্ণনা ...
অভ্যাস — অনুশীলন। অন্য মানে... স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যেমন... অভ্যাস
বলে-কয়ে — অনুরোধ ক...

নাম-পরিচয়:

সেই পাঁচ বছর বয়সেই গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে অতি ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করালেন। ফলে আশুতোষ এত ভোরে উঠতে শুরু করেন যে, তাঁর বাবাই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না, বালক সবার আগে জেগে উঠে বসে থাকেন। বাবা উঠলে তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে এসে তবে পড়ায় মন দিতেন। প্রতিদিন সকালে

তিনি আরও মোটা হয়ে যান, এই ভয়ে তিনি ফিরে এসে রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করতে শুরু করেন।

মথুরা থেকে ফেরবার পথে সকলে কাশীতেও দিন কয়েক ছিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় আসার সময় মোগলসরাই স্টেশনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আশুতোষের হঠাৎ পরিচয় হয়। বালক আশুতোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন, এখন তাঁকে দেখে ও তাঁর শিশুর মতো সরল কথাবার্তা শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ছিলেন পাকা জহুরি, দু'চার কথাতেই বালকের সকল খবর জেনে নেন। এর কিছুদিন পরে কলকাতায় একটি বইয়ের দোকানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আশুতোষের আবার হঠাৎ দেখা হয়। বিদ্যাসাগর দোকান থেকে একখানি সুন্দর বই কিনে তখনই উপহার দিয়ে আশুতোষকে বলেন, 'মনোযোগ করে প'ড়ো।' বইখানির নাম Life and Adventures of Robinson Crusoe